একজন ব্যাক্তি পরিবারসহ সফরে বের হয়েছে। গাড়ি সে নিজেই ড্রাইভ করছে। কিছুদূর পর রাস্তায় একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। হাত দেখাচ্ছে। লোকটি গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, *কি নাম? কি চাও?*

মানুষটি বলল, *আমার নাম ধন-সম্পদ। আমাকে চাইলে সাথে নিতে পারো।*

লোকটি পেছনে বসা স্ত্রী-পুএকে জিজ্ঞেস করল। সবার সমস্বরে সম্মতি দিল।

কিছুদূর যেতেই আবার আরেকজন মানুষ। একই প্রশ্ন।

মানুষটি বলল, *আমার নাম খ্যাতি-যশ। চাইলে সাথে নিতে পারো।*

সবার সম্মতিতে তাকেও নেওয়া হলো।

কিছুদূর পর আবার আরেকটা লোক। জবাবে বলল, *আমার নাম দ্বীন। চাইলে সাথে নিতে পারো।*

সাথে থাকা পরিবারের সবাই রি-রি করে উঠল। স্ত্রী বলছে, *এটাকে সাথে নিলে আমাকে সেকেলে যুগের বোরকা পরতে হবে।*

ছেলে বলল, *কত সুন্দর গান শুনছিলাম এখনই বন্ধ করতে হবে।*

পিতা ভাবছে *দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে, দাঁড়ি রাখতে হবে। ১৪ রকম ঝামেলা।*

কেউ তাকে সাথে নিতে চাইলো না। দ্বীনকে পিছনে ফেলে তাদের গাড়ি এগিয়ে চলল।

সামনে চেকপোস্ট। কিছু পুলিশ দাড়িয়ে আছে। পুলিশ গাড়ি দাঁড় করিয়ে লোকটিকে নেমে আসতে বলল। লোকটি নামল।

পুলিশেরা বলল, *আমাদের সাথে চলো।তোমার সফরের সময় শেষ।*

লোকটি বলল, *আমার স্ত্রী-পুএ, ধন-সম্পদ, তাদেরকে সাথে নিই!*

পুলিশ বলল, *না! সাথে দ্বীন ছাড়া কিছুই যাবে না।*

লোকটি বলল, *দ্বীনকে তো সাথে নেইনি। দ্বীনকে তো পিছনে ছেড়ে এসেছি, ইচ্ছে করেই তাকে ছেড়ে চলে এসেছি। দয়া করে, একটু সময় দিন! আমি গিয়ে এক্ষুনি দ্বীনকে সাথে নিয়ে আসি।*

পুলিশ বলল, *আপনার জীবনের সময় শেষ। আর সম্ভব না, আপনাকে আর সুযোগ দেওয়ার মতো নির্দেশ আমার নেই।*

লোকটি বিষণ্ন মনে তার গাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে তার বড় ছেলে, পরিবারে সবাই হাত নাড়িয়ে তাকে বিদায় দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যাচ্ছে তাদের গন্তব্যে।

এই গল্পে আমাদের এই কাল্পনিক গাড়িটা ছিল দুনিয়ায় মানুষের সফর। আর কাল্পনিক পুলিশ ছিল মালাকুল মাউত। এটাই হলো দুনিয়ার সত্য ও নিষ্ঠুর বাস্তবতা।